সংবাদ প্রতিবেদন

এইচ এস সি-তে বাংলা ভাষার প্রথম ছাত্রের সম্বর্ধনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১লা নভেম্বর ০৯ রবিবার কেন্টারবারি-ব্যাংকসটাউন মাইগ্রেন্ট রিসোর্স সেন্টার, ক্যাম্পসিতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলা প্রসার কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এইচ এস সি-তে বাংলা ভাষার প্রথম ছাত্রের সম্বর্ধনা ও একটি সেমিনার। এই বছর শনিবারের কমিউনিটি ভাষা স্কুলের ডালউইচ সেন্টার থেকে ইতু বকসী নিউ সাউথ ওয়েলস-এ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা নিয়ে এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের বাংলা ভাষা-ভাষী অস্ট্রেলিয়ানদের মাঝে আমাদের প্রিয় ভাষাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে ইতু ইতিহাস সৃষ্টি করল। সভায় বিভিন্ন বক্তা ইতুর এই প্রচেষ্টাকে এবং এর পেছনে তার বাবা-মা ও বোনের উৎসাহ দানকে অনন্য বলে প্রশংসা করেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা প্রসার কমিটি ইতুকে মাইয়ার-এর গিফট ভাউচার দিয়ে পুরুস্কৃত করে।

শনিবারের ভাষা স্কুলের শিক্ষিকা মিসেস সেলিনা আক্তার ইতুকে পুরুস্কার প্রদান করতে গিয়ে বলেন, ‘সে ছোটবেলা থেকেই আমার ছাত্র ছিল এবং কোন কিছু জানতে সে সব সময় আমাকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করত। আমি ইতুকে নিয়ে গর্বিত।‘ ইতু ও তার বাবা ডঃ আনোয়ারুল বকসী তাদের বক্তব্যে মিসেস আক্তারসহ বাংলা প্রসার কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সভার শুরুতে মিসেস নাসরিন মোফাজ্জলের উপস্থাপনায় ম্যারিকভিল, লাকেম্বা ও কেম্পবেলটাউন বাংলা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দরভাবে কবিতা আবৃত্তি করে এবং গল্প বলে উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়া সভায় শনিবারের ভাষা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রজেক্টের ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়।

এর পর নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে বাংলা প্রসার কমিটির প্রাক্তন সভাপতি মিঃ আবদুল জলিল *নিউ সাউথ ওয়েলস হাই স্কুলে বাংলা শিক্ষাঃ সাফল্য আর কতদূর!* শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মিঃ জলিল তার প্রবন্ধে অষ্ট্রেলিয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা, বাংলা ভাষা শিক্ষার অবস্থাসহ মাতৃভাষার সংগা এবং কেন মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন তা তুলে ধরেন। তিনি এক্ষেত্রে বাংলা প্রসার কমিটির ভূমিকা এবং অবদান উপস্থাপন করেন।

তিনি বিশেষভবে নিউ সাউথ ওয়েলস হাই স্কুলে বাংলাকে একটি ভাষা হিসাবে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০০৬ সালে বাংলা ভাষাকে শর্তসাপেক্ষে শনিবারের কমিউনিটি ভাষা স্কুলের ডালউইচ সেন্টারে অন্তর্ভূক্তির অনুমোদন পাওয়া যায় এদং ২০০৮ সালে দ্বিতীয় সেন্টার রেন্ডউইকেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। সেই শর্ত পূরণে অর্থাৎ প্রতি বছর কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর জন্য কমিটি বর্তমানে চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শনিবারের কমিউনিটি ভাষা স্কুলের দু’টি সেন্টারে গত ৪ বছরের বাংলা ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য উপস্থাপন করে তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে আমরা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সফল হইনি। ফলে বাংলা ভাষা এখন পর্যন্ত এইচ এস সি পর্যায়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন পায়নি। অর্থাৎ যদিও ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা নিয়ে এইচ এস সি পরীক্ষা দিতে পারছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তা গণ্য হচ্ছে না।

এর পেছনে অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে অভিভাবকদের মাঝে বাংলা ভাষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জন

করতে না পারার ভিতিকে অন্যতম কারণ বলে মিঃ জলিল মনে করেন। এই ভিতি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভূল প্রমানের জন্য তিনি তার উপস্থাপনায় অন্য দুটি ভাষার এইচ এস সি-র প্রশ্নপত্র প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে অন্যান্য ভাষার মত বংলা ভাষার প্রশ্নপত্রও অত্যন্ত সহজ হবে এবং উত্তর আংশিক ইংরেজিতেসহ অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় করা সম্ভব।

বাংলা ভাষাকে নিউ সাউথ ওয়েলস শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় আমাদের সন্তানদের সুবিধা গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করতে কমিউনিটির শক্ত ভূমিকা রাখা জরুরী বলে মিঃ জলিল তার প্রবন্ধে জোড় দেন। এই ক্ষেত্রে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, লেখক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, আগ্রহী অভিভাবক এবং সকল প্রকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রচার মাধ্যমকে এগিয়ে এসে সর্বাত্মক প্রচারণার মাধ্যমে একটি সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে তিনি অনুরোধ করেন।

নির্ধারিত আলোচক ডঃ মমতা চৌধুরী ও ডঃ স্বপন পাল ছাড়া মিসেস হাসিনা আক্তার মিনি ও ডঃ ওয়ালী ইসলাম আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। ইউনিভার্সিটি অব ওয়েষ্টার্ণ সিডনীর সিনিয়র লেকচারার ডঃ মমতা চৌধুরী তার আলোচনায় ভাষা শিক্ষার অর্থনৈতিক লাভের উপর আলোকপাত করেন। তিনি নিজের স্কুলগামী মেয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন তিনি যে এলাকায় বসবাস করেন সে এলাকার অনেক ছেলে-মেয়ে দূরত্বের জন্য শনিবারের ভাষা স্কুলে আসতে পারেনা।

সিডনী অলিম্পিক পার্ক অথরিটিতে কর্মরত অয়েটল্যান্ডস ম্যানেজার ও বাংলা প্রসার কমিটির কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত ডঃ স্বপন পাল উল্লেখ করেন যে যদিও আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল, তবু নিরাশ না হয়ে কমিউনিটির অন্যান্য সংগঠনকে সাথে নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন যে সিডনীর বাঙ্গালী কমিউনিটির অন্যান্য বিশেষ অর্জনের মধ্যে হাই স্কুলে বাংলা ভাষার সিলেবাস অনুমোদনসহ অন্তর্ভূক্তি একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক। মিসেস হাসিনা আক্তার মিনি ভাষা শিক্ষায় বাবা-মার ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। ডঃ ওয়ালী ইসলাম ভাষা শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের আগ্রহী করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উপযোগী রিসোর্সের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

সেমিনারের সভাপতি ডঃ ফজলুর রহমান সমপনী মন্তব্যে বলেন কমিউনিটির সর্বস্তরে কমিটির মূল বক্তব্য এখনো পৌছানো সম্ভব হয়নি। এর জন্য আরো কাজ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বাংলা প্রসার কমিটির সভাপতি ডঃ মাকসুদুল বারী উল্লেখ করেন যে কমিউনিটির যেসকল অভিভাবক সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তাদের ছেলে-মেয়েরা যদি শনিবারের ভাষা স্কুলের বাংলা ক্লাশে ভর্তি হয় তাহলেও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা আনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। সেমিনারে উপস্থিত হয়ে একে সফল করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যব্যদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষভাবে ধন্যব্যদ জানান ইষ্টলেকসের ব্রাদার্স হালাল মিট ও গ্রসারিজ এবং রৌশন ট্রেভেলস কে যাদের সৌজন্যে গিফট ভাউচার ও চা-নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়।